W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

177/WBHRC/SMC/17

23-05-2017

Enclosed is the news clippings of 'Anandabazar Patrika' a Bengali daily, dated 23rd May, 2017, the news item is captioned "সাংবাদিকদের রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার", "কাঁদানের দোসর কি কেমিক্যাল, বিদ্ধ পুলিশ", and an English daily 'The Statesman' dated 23rd May, 2017, the news item is captioned "LF activists turn violent, attack cops".

Commissioner of Police, Kolkata and Commissioner of Police, Howrah Police Commissionerate are directed to submit a detailed report about the incident within 3rd July, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.23-05-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website.

৩ মে ২০১৭

২৩/৫/২০১৭

১। ধর্মতলায় মার খাচ্ছে পুলিশ।— দেশকল্যাণ চৌধুরী
২। জনারণ্য কোনা এক্সপ্রেসওয়ে।— রণজিৎ নন্দী
৩। কাশ্মীর নয়, ডাফরিন রোড।— বিশ্বনাথ বণিক
৪। মেয়ো রোডে মার খেলেন সাংবাদিকেরা।—শৌভিক দে
৫। মারের চোটে অসুস্থ কান্তি।— শিবাজী দে সরকার
৬। ছাড় পেলেন না মহিলারাও।— সুমন বল্লভ
৭। লাঠিচার্জের মুখে বিমান-সূর্যকান্তেরাও।— নিজস্ব চিত্র
৮। ফোরশোর রোডের দৃশ্য।— দীপঙ্কর মজুমদার

সাংবাদিকদের

সাংবাদিকদের রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতার রাজপথ এ দৃশ্য বোধ হয় আগে দেখেনি।

রাস্তা দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটছেন নিরস্ত্র সাংবাদিক-আলোকচিত্রীরা। পিছনে লাঠি হাতে উন্মত্তের মতো তেড়ে আসছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নেতৃত্বে ডিসি (এসটিএফ) মুরলীধর শর্মা এবং এডিসিপি (দক্ষিণ) অপরাজিতা রাই। হাতের নাগালে যাকে পাচ্ছে, তাকেই পেটাচ্ছে পুলিশ। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন পেশার দায়ে রাস্তায় নামা সংবাদকর্মীরা, তাতেও উর্দিধারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি।

পুলিশি হামলার শেষে দেখা গেল কারও মাথা ফেটেছে, কেউ অচৈতন্য হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছেন। কারও গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছে, কেউ কব্জির যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, কারও পা ফেটে রক্ত ঝরছে অঝোরে। তখনও পুলিশি বীরত্ব কমেনি। আহত, যন্ত্রণাকাতর সাংবাদিক-চিত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশে উড়ে আসছে বাছাই করা 'পুলিশি ভাষা'। কে বলবে, ক'দিন আগেও থানায় ঢুকে দুর্বৃত্তদের মারের মুখে এই পুলিশকেই টেবিলের তলায় ঢুকে ফাইল দিয়ে মাথা বাঁচাতে দেখা গিয়েছে।

কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়া পুলিশের এই বেদম মার খেয়ে এ দিন অন্তত ১২-১৪ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। কেন এমন উন্মত্ততা? সাংবাদিকদের অপরাধ কী?

জবাব দিতে পারেননি ঘটনাস্থলে হাজির থাকা অতিরিক্ত কমিশনার (১) বিনীত গোয়েল, অতিরিক্ত কমিশনার (৪) বিশাল গর্গ। কিন্তু এ দিন ডাফরিন রোডে বামেদের মিছিল 'কভার' করতে হাজির থাকা সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা, গোড়া থেকেই যেন নিশানা করে রেখেছিল পুলিশ। বামেদের মারের ছুতোয় সাংবাদিকদেরও দেদার ঠেঙিয়েছে তারা। এবং মিছিল ভেঙে যাওয়ার পরেও পরেও কার্যত পায়ে পা লাগিয়ে গোলমাল পাকিয়েছে।

মিছিল ছত্রভঙ্গ হওয়ার পরে মেয়ো রোডের ফুটপাথ থেকে খবর পাঠাচ্ছিলেন একটি চ্যানেলের সাংবাদিক। আচমকাই র‍্যাফের দুই জওয়ান দৌড়ে এসে তাঁকে গালাগাল করতে করতে সপাটে চড় মারে। তিনি প্রতিবাদ করলেও ঘটনাস্থলে হাজির পুলিশকর্তারা আমল দেননি। বরং

> "সাংবাদিকদের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তেই হয়। এটাও তেমনই একটা বিষয়।
>
> সুপ্রতিম সরকার
> অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৩)

র‍্যাফের কর্মীদের আড়াল করার চেষ্টা করতে থাকেন। তা নিয়ে সাংবাদিকরা আপত্তি করেন। মেয়ো রোড কিছু ক্ষণের জন্য অবরোধ করা হয়। পরে সাংবাদিকরা দল বেঁধে মেয়ো রোড এবং ডাফরিন রোডের সংযোগস্থলে হাজির হন। সে সময় আলোচনার নামে দলবল নিয়ে হাজির হন মুরলীধর শর্মা ও অপরাজিতা রাই। দু'পক্ষের কথার মাঝে আচমকাই মারমুখী হয়ে ওঠেন মুরলীধর। তাঁর ও অপরাজিতার নির্দেশে পুলিশ বেধড়ক মারতে শুরু করে উপস্থিত সাংবাদিকদের। কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে সাংবাদিকদের ওপর এ দিনের আক্রমণকে 'অনভিপ্রেত ও দুর্ভাগ্যজনক' বলে বর্ণনা করে নিন্দা করা হয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের অভিযোগ, "পুলিশ পরিকল্পনা মাফিকই আক্রমণ করেছে সাংবাদিকদের।" তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও পুলিশের আচরণের নিন্দা করে বলেছেন, "সাংবাদিকদের সব সময়েই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত।"

বিশাল গর্গের অবশ্য দাবি, "কিছুই হয়নি!" অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৩) সুপ্রতিম সরকারের যুক্তি— "সাংবাদিকদের অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তেই হয়। এটাও তেমনই বিষয়।" তবে তিনি বলেন, "বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে নিন্দনীয়। ফুটেজ দেখছি।" অতিরিক্ত কমিশনার (১) বিনীত গোয়েলেরও আশ্বাস, "কী ঘটেছে, নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখব।"

কত দূর খতিয়ে দেখা হবে, তা নিয়ে অবশ্য সংশয়ে সাংবাদিকরা।

কাঁদানের দোসর কি কেমিক্যাল, বিদ্ধ পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুধু চোখ নয়, গোটা শরীরটাই জ্বলতে থাকে। সঙ্গে কাশি। তীব্র ঝাঁঝে মনে হয় যেন দম আটকে আসবে। মাথা ঘোরে। কয়েক পা এগোনোও মনে হয় অসম্ভব। জলের ঝাপটা দিয়ে, ঠান্ডা জল খেয়েও স্বস্তি মেলে না। পোশাকি নাম 'ওলিওরেসিন ক্যাপসিকাম', চলতি কথায় 'কেমিক্যাল গ্যাস'ও বলা হয়। সোমবার ডাফরিন রোড, মেয়ো রোডে কাঁদানে গ্যাসের পাশাপাশি পুলিশ এটাও ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ।

লালবাজারের কর্তারা বিষয়টি সরাসরি স্বীকার না করলেও অবসরপ্রাপ্ত কয়েক জন পুলিশকর্তার অভিযোগ, এ দিন কাঁদানে গ্যাসের বদলে লঙ্কার ঝাঁঝ মেশানো রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার হয়েছিল। এর আগে এমন ব্যাপক হারে এর ব্যবহার হয়নি। তাঁরা জানান, কাঁদানে গ্যাসে চোখ জ্বালা করে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। কিন্তু এই গ্যাস চামড়াতেও তীব্র জ্বালা ধরায়। বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি এমন রাসায়নিক যৌগ যা ব্যবহারের জেরে চোখ জ্বালা, কাশির পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাতের জেরে মৃত্যুও হতে পারে। সাধারণ ভাবে এর প্রভাব আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। আবার কখনও কয়েক ঘণ্টাও থাকে। জার্নাল অব ইনভেস্টিগেটিভ অপথ্যালমোলজি অ্যান্ড ভিস্যুয়াল সায়েন্সের এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই গ্যাসে কর্নিয়ায় দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া এটি হার্ট, ফুসফুস, স্নায়ু ও মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করে।

LF activists turn violent, attack cops

Left Front activists during their march to Nabanna on Monday. (Inset) An injured activist. ■ BISWAJIT GHOSHAL

STATESMAN NEWS SERVICE
KOLKATA, 22 MAY

Pitched battles were fought between Left Front supporters and the police over Nabanna blockade at different places, including Mayo Road, Red Road and on the Howrah side.

Tear gas and water cannons were used to quell the rampaging mob. Left Front leaders, including Kanti Ganguly and Naren Chatterjee, 69 police personnel and some journalists covering the incidents were injured. In all, 182 protesters were arrested.

The agitation to protest against alleged attack on democracy, unemployment and lawlessness in the state during Trinamul Congress rule, was to start at 1 p.m., but around noon, 12 Left Front supporters including four MLAs – Sujon Chakraborty, Asok Bhattacharya, Manas Mukherjee and Tanmay Bhattacharya – tried to enter Nabanna through the north gate.

Police posted outside the state secretariat were taken by surprise when the MLAs suddenly got down from their cars and tried to enter the premises. When a police officer asked them whom they wanted to meet, they said they wanted to enter Nabanna as MLAs. Initially, police hesitated to stop them, but within minutes they detained them and took them to Shibpur police station in a prison van.

Elaborate arrangements were made to ensure protesters couldn't reach the state secretariat violating Section 144 of CrPC. Nabanna was virtually converted into a fortress with all the entry points blocked along with a huge deployment of police. The entire stretch between Hastings and Khidderpore was turned into a battlefield with stones and bamboo sticks scattered all around.

The agitators attacked the barricades with big logs that they carried at several places including Mayo Road, Khidderpore, Dufferin Road, Foreshore Road and Kazipara in Howrah. At Santragachi and Betor police used water cannons to prevent the agitators from marching towards Nabanna.

In some places in the city, agitators pelted stones and bricks targeting policemen, who in turn lobbed tear gas shells to quell the mob. As police lathi-charged protesters, Left Front chairman Biman Bose sat on the ground at Mayo Road along with other leaders alleging that their democratic rights were being snatched away.

"The LF leaders had informed us a few days ago that would hold sit-in demonstrations at Rani Rashmoni Avenue, PTS and Hastings a few days ago. But, they did not keep their word today. They broke barricades and attacked police with chilli powder, bamboo sticks and bricks. To quell the mob, police had to resort to lathi-charge and tear gas", Addl CP Suprotim Sarkar said.